দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

157

তারিখ 0 9 FEB 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রদত্ত ভোট ৬১.৩৭%। আজ ফল ঘোষণা

শান্তিপূর্ণভাবে ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

দীর্ঘ সাত বছর পর নজিরবিহীন নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে গতকাল শান্তিপূর্ণভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এবং হল সংসদসমূহের ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। আজ সকালে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

গতকাল সকাল ৮টা থেকেই ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ভোট চলাকালে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন হলে ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ভোট গ্রহণের পরপরই পুলিশ প্রহরায় ব্যালট বাক্স কলাভবনে নিয়ে আসা হয়। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে গণনা শুরু হয়েছে। গণনা সম্পন্ন হবে আজ ভোরে।

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

গতকাল ডাকসু নির্বাচনে এস এম হলে ভোট গ্রহণকালে ভোটদাতাদের সারি —ইনকিলাব

ডাকসু নির্বাচনঃ উন্মুক্ত ভোট গণনার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন

।স্টাফরিপোর্টার ॥

কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই গতকাল ডাকসু ও হলসমূহের সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হলেও কোন কোন হলের নির্বাচন কেন্দ্রে কোন কোন ভোটারকে অতিরিক্ত ব্যালট পেপার পরদানের অভিযোগ পাওয়া গেছে। একই সাথে ভোট গণনা পদ্ধতির নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় রোকেয়া হলের ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের কাউকে কাউকে একাধিক ব্যালট পেপার দেয়া হয় এবং ভোট গ্রহণকারী একজন কর্মকর্তা কোন ১টি পক্ষে ভোট দানের জন্য

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

তেরটা হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সাময়িক ফল ঘোষণা

গতকাল গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেরটা হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সাময়িক ফল ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মুজিব হল, এফ, রহমান হল, জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, শহীদুল্লাহ হল, রোকেয়া হল এবং শামসুন্নাহার হলের সব ক'টি পদে জয়ী হয়েছে। জাতীয়তাবাদী

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

সাময়িক ফল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্র দল জিয়া ও মুহসীন হলের সব ক'টি পদে জয়ী হয়েছে।

সূর্যসেন হলে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ব্যতিরেকে সব ক'টি পদে জয়ী হয়েছে। এ হলের সাধারণ সম্পাদক পদে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। জসিমউদ্দীন হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল সহ-সভাপতি (ভিপি) ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস)-সহ ১০টি পদে জয়ী হয়েছে, বাকী দু'টি পদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। সলিমুল্লাহ হলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে প্রার্থীরা ১১টি পদে এবং ছাত্র দল প্রার্থী ভিপি পদে জয়ী হয়েছেন। ফজলুল হক হলে ছাত্র দল ভিপি ও জিএসসহ সাতটা পদে এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাকী পাঁচটা পদে জয়ী হয়েছে।

তারিখ 0 9 FEB 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গতকাল ডাকসু নির্বাচনের পর ভোট গণনার দৃশ্য

ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবার ডাকসু নির্বাচনে মোট ২৫ হাজার ২৫ জন ভোটারের মধ্যে ১৫ হাজার ৩শ' ৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ভোট দিয়েছেন। প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৬১ দশমিক ৩৭। ১৯৮২ সালের ডাকসু নির্বাচনে শতকরা প্রায় ৫৫ জন ভোট দিয়েছিলেন। শতকরা হিসেবে সবচেয়ে বেশী ভোটার উপস্থিত ছিলেন এবার শেখ মুজিবুর রহমান হলে। এই হলে ৮শ' ১৭ জন ভোটারের মধ্যে ৬শ' ৮৭ জন ভোট দিয়েছেন। (শতকরা ৮৪ দশমিক ৯)। তুলনামূলকভাবে শামসুন্নাহার হলে ভোটারদের উপস্থিতি কম ছিল। এখানে ৩ হাজার ৬শ' ৫৬ জন ভোটারের মধ্যে মাত্র ১৪শ' ছাত্রী ভোট প্রদান করেন। এ ছাড়া অন্যান্য হলের মধ্যে সলিমুল্লাহ হলে ২ হাজার ৩শ' ২৯ জন ভোটারের মধ্যে ১৫শ' ২২ জন, হাজী মুহাম্মদ মোহসীন হলে ১৯শ' ৪ জন ভোটারের মধ্যে ১৪শ' ৪২ জন, সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ১৫শ' ৬০ জন ভোটারের মধ্যে ১১শ' ৯৩ জন, সূর্যসেন হলে ১৫শ' ২৩ জন ভোটারের মধ্যে ১১শ' ৯ জন, জগন্নাথ হলে ২ হাজার ৬৫ জন ভোটারের মধ্যে ১৬শ' ৪০ জন, ফজলুল হক হলে ১৭শ' ৩ জন ভোটারের মধ্যে ১ হাজার ৩০ জন, শহীদুল্লাহ হলে ২১শ' ৫৮ জন ভোটারের মধ্যে ১৩শ' ৫০ জন, কবি জসীমউদ্দীন হলে ১ হাজার ৩৭ জন ভোটারের মধ্যে ৮শ' ৪৫ জন, স্যার এ এফ রহমান হলে ৭শ' ২ জন ভোটারের মধ্যে ৪শ' ৭২ জন, জিয়াউর রহমান হলে ১ হাজার ১১ জন ভোটারের মধ্যে ৭শ' ৪৩ জন এবং রোকেয়া হলে ৪ হাজার ৫শ' ৬০ জন ভোটারের মধ্যে ১৯শ' ২৫ জন ভোট দিয়েছেন।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে ১০টি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মূলতঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের দুদু-রিপন পরিষদ এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সুলতান-মুশতাক প্যানেলের মধ্যেই ভোট যুদ্ধ হয়েছে। গতকাল রাতে ভোট গণনার প্রাথমিক পর্যায়ে এই আভাস লক্ষ্য করা গেছে। স্বাধীনতার পরে এবারের ষষ্ঠ ডাকসু নির্বাচনে অন্যান্য যেসব প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সেগুলো হচ্ছে: ইসলামী ছাত্র শিবিরের শামসু-আমিন পরিষদ, ছাত্র লীগ (বজলু-আজম)-এর আজম-রেজা পরিষদ, জাতীয় ছাত্র দল ও ছাত্র বিপ্লবী মঞ্চের মোখলেছ-আজম পরিষদ, ছাত্র ফেডারেশনের ফয়জুল-ফারুক পরিষদ, বিএনপি (ওবায়েদ) সমর্থিত ছাত্র দলের কামাল-বাশার পরিষদ, ইসলামী ছাত্র দলের ওবায়েদ-মঈনুল পরিষদ, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের আবু-কাশেম পরিষদ এবং জাতীয় ছাত্র ফ্রন্টের শাহজাহান-মোশাররফ পরিষদ। এ ছাড়া ৪০ জন প্রার্থী স্বতন্ত্রভাবেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

বিএনপি শাসনামলে ৩টি ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠু হলেও আওয়ামী লীগ আমলে ১৯৭৩ সালে ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। কলা ভবন এলাকায় গতকাল নির্দিষ্ট কার্ডধারী ছাড়া অন্য কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। ভোট গণনায় যারা কর্মরত তারাও ফলাফল ঘোষণার আগে কলা ভবন ত্যাগ করতে পারবেন না। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ, রায়ট কন্ট্রোল বিভাগ, প্রটেকশন বিভাগ এবং ট্রাফিক বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের মোট ৩ হাজার পুলিশ গতকাল ক্যাম্পাসে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পুলিশের ৫০টি ট্রাক গতকাল সারাক্ষণ ক্যাম্পাসে অবস্থান করেছে। কোন অবস্থায় যাতে বহিরাগতরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারেও পুলিশ তৎপর ছিল।

নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কাউকে কাউকে প্ররোচিত করেন বলে অভিযোগে প্রকাশ। পরে উক্ত হলের গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী একজন পদপ্রার্থী তা প্রভোস্টের নিকট অভিযোগ আকারে পেশ করেন। এ ব্যাপারে চীফ রিটার্নিং অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে এ অভিযোগে কারো নামধাম না থাকার কারণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা করা সম্ভব হয়নি।

গতকাল বিকেলে ভোট গণনা দেখানোর জন্য ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান এক দল সাংবাদিককে কলাভবনে নিয়ে যান। সাংবাদিকরা যাওয়ার আগেই ভোট গণনা কলাভবনের তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় শুরু হয়। চারতলার পরীক্ষার হলে ডাকসু এবং তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় হলসমূহের ব্যালট পেপার উন্মুক্ত অবস্থায় গণনা শুরু করা হয়। উন্মুক্ত এই ভোট গণনা পদ্ধতি নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। ১৫৭টি টেবিলে ভোট গণনাকারীদের সাথে প্রতি প্যানেলের ১ জন করে পোলিং এজেন্টসমেত ১৫৭ জন পোলিং এজেন্ট থাকা দরকার কিন্তু প্রতি প্যানেল থেকে মাত্র ২০ জনকে সেখানে অবস্থানের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ফলে একজন পোলিং অফিসার কর্তৃক ভোট গণনায় কারচুপির অবকাশ থেকে যায়। কয়েকজন পোলিং এজেন্ট সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, মাত্র ২০ জন পোলিং এজেন্টের পক্ষে ১৫৭টি টেবিলের খোঁজখবর রাখা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এই পদ্ধতিতে একজন বা একাধিক পোলিং অফিসার ইচ্ছা করলে কারো একটি ভোট বা ব্যালট পেপার বাতিল অথবা বাতিল হয়ে যাওয়া কোন ভোট বা ব্যালট পেপার বৈধ বলে চালিয়ে নিতে পারেন।

উন্মুক্ত ভোট গণনা পদ্ধতি কতটুকু নিরপেক্ষ হবে এ ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অফিসারদের প্রতি আমাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা রয়েছে। তাই এ বিষয়ে পক্ষপাতিত্বমূলক কোন আচরণের আমরা আশংকা করি না। সাংবাদিকদের অনেক প্রশ্নের উত্তর অসমাপ্ত রেখে প্রফেসর মান্নান চলে যান। চীফ রিটার্নিং অফিসার জানান, অতীতেও এই পদ্ধতিতে ভোট গণনা হয়েছে।

হলসমূহের কতটি ব্যালট বাক্স কলাভবনে এসেছে তা সঠিকভাবে কর্তৃপক্ষ জানাতে পারেনি। ডাকসু'র ৩৮টি ব্যালট বাক্স কলাভবনে আনা হয়েছে বলে জানানো হয়।

এদিকে গভীর রাতে বিএনপি এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ডাকসু নির্বাচনে ভোট গণনার ব্যাপারে কারচুপির অভিযোগ করেছেন।